روغن جوش
বৃহৎ-
ছাগলাদ্য
বটিকা
মেটিরিয়া
মেডিকা
পরশুরাম
বিরচিত
চিকিৎসা সংকট
ক্যালকাটা সিনে
করপোরেশনের

ক্যালকাটা সিনে কর্পোরেশনের

—নিবেদন—

পরশুরাম বিরচিত

"চিকিৎসা সংকট"

প্রযোজনা : **নরেশ দাশগুপ্ত**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **বিনয় সেন**

চিত্র-শিল্পী : সন্তোষ গুহরায়। শব্দযন্ত্রী : অনিল তালুকদার।
সঙ্গীত পরিচালনা : অরুণ ঘোষ। গীতিকার : সুরেশ চৌধুরী, পরিমল কুমার।
সম্পাদনা : কালি রাহা। শিল্পনির্দ্দেশ : নরেশ ঘোষ। দৃশ্য-সজ্জা : সুধীর খাঁন।
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও ক্লিক। রূপসজ্জা : বসির আমেদ। আলোক সম্পাত : সুধাংশু ঘোষ,
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ ও নন্দ মল্লিক। ব্যবস্থাপনা : শান্তি মিত্র।
প্রচার : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বিমল ব্যানার্জ্জী, পরিমল ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত : দুলাল ঘোষ।
রূপসজ্জায় : রমেশ দে, বটু গাঙ্গুলী। চিত্র-শিল্পে : জয়ন্ত ব্যানার্জ্জী, অমল দাস।
সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ। শব্দ-গ্রহণে : শৈলেন পাল।
সঙ্গীত অনুস্মৃতি : ওফেলিয়া অর্কেষ্ট্রা! তত্ত্বাবধনা : হিমাংশু বিশ্বাস।

ভূমিকায় :

মলিনা দেবী, নিভাননী দেবী, শতদল ঘোষ, ইরা চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শৈলেন পাল, বাণী কণ্ঠ, গোকুল মুখার্জ্জী, অরুণ চ্যাটার্জ্জী, বলাই মুখার্জ্জী, সলিল ব্যানার্জ্জী, খগেন পাঠক, সমীর গুহ, মাষ্টার সমর।

ও

নন্দর ভূমিকায়

জয়ন্ত চৌধুরী।

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও
এম, পি, প্রডাকসন্স লিমিটেডের সৌজন্যে
ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত।

পরিবেশনা : **কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিমিটেড**

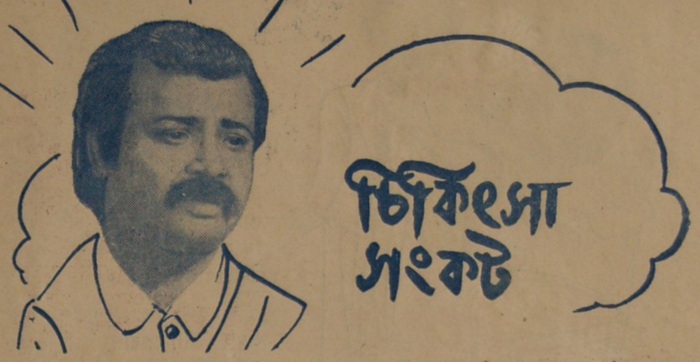

ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে কোঁচার কাপড়ে পা বেঁধে নন্দ যখন প'ড়ে গেল, তখন কি সে ঘুণাক্ষরে-ও জান্‌তে পেরেছিল যে এর চাইতে-ও অনেক বড় দুর্ঘটনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

আঘাত সামান্য; কিন্তু লোক পরম্পরায় খবরটা যখন নন্দদের আড্ডায় গিয়ে পৌঁছুল তখন সবাই,-গুপী, বঙ্কু, এমন কি ষষ্ঠীখুড়ো পর্য্যন্ত সবাই,-একবাক্যে সাব্যস্ত ক'রে ফেলল-যে ভীষণ একটা কিছু ঘটে গেছে-এক্ষুনি একজন ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। নন্দ সামান্য একটু প্রতিবাদ করতেই সবাই সমস্বরে তাকে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিল। একমাত্র নিধুই কোন কথা বল্‌ল না; সে শুধু মাঝে মাঝে ফোঁড়ন কাট্‌লো আর দেখতে লাগলো ঘটনা কতদূর গড়ায়।

একমাত্র এক বিধবা পিসিমা ছাড়া ত্রিসংসারে নন্দর আপন বল্‌তে আর কেউ নেই। বৌ অনেকদিন আগেই তার মায়া কাটিয়ে স'রে পড়েছে। যদিও পিসিমা এখনো হাল ছাড়েন নি, এবং তাঁরই এক সই-এর মেয়ে আরতিকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন—ভবিষ্যতে একদিন নন্দর সঙ্গে বিয়ে দেবেন ব'লে,—তবু নন্দ ওসব দিকে কান দেয়না। বাবার জমানো টাকা উড়িয়ে আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মেরে দিন তার চমৎকার কাটছিল। অকস্মাৎ এই বিভ্রাট!

ডাক্তার তো দেখাতে হ'বে, কিন্তু কাকে? একজন পরামর্শ দিল বিখ্যাত এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার তফাদারের কাছে যেতে। গেলো নন্দ। অনেকক্ষণ ধ'রে তাকে দেখে অবশেষে ভ্রূ কুঁচকে তফাদার বল্লেন : রোগটা হ'ল 'সেরিব্রাল টিউমার উইথ

ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড গ্যাংলিয়া'! তুরপুন দিয়ে মাথার খুলি ছ্যাঁদা করে অপারেশন করতে হবে! রোগের নাম আর চিকিৎসার ফিরিস্তি শুনে পড়ি-কি-মরি ক'রে নন্দ ছুটে পালিয়ে এল।

অগত্যা হোমিওপ্যাথি! লম্বা উপাধিওয়ালা তিরিক্ষে মেজাজের ডাক্তার নেপাল রায়ের কাছে যেতেই তিনি প্রথমে এ্যালোপ্যাথির মুণ্ডপাত ক'রে অবশেষে ঠিক করলেন, নন্দর পেটে 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' হয়েছে। রোগের নাম শুনে নন্দর চোখ তো ছানাবড়া। কোন রকমে পালিয়ে এসে সে আত্মরক্ষা করলো।

অতঃপর কবিরাজি! পাড়ার তারিণী কবিরাজের কাছে যেতেই তিনি এ্যালোপ্যাথি আর হোমিওপ্যাথির তাদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে ছাড়লেন। তার পর নাড়ী শুনে, জিভ দেখে, পেট টিপে মন্তব্য করলেন: 'উদুরী হইছে; উর্ধ্বশ্লেষ্মাও কইতি পার'। সেটা যে কি বস্তু তা জানবার মতো অবস্থা তখন নন্দর নয়। বড়ি নিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো।

শেষ চেষ্টা হাকিমী ওষুধ! সহরে নাকি মস্তবড় এক হাকিম এসেছেন। বন্ধুদের পরামর্শে নন্দ গুটি-গুটি সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। পরীক্ষা করে হাকিম সাহেব বল্লেন: 'হাড্ডি পিল্‌পিলায়া গয়া! রোগন-ই-বব্বর লাগাও'! বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার এক চেলা এসে নন্দর ব্রহ্মতালু কামিয়ে খানিকটা অতি দুর্গন্ধ মলম লাগিয়ে দিল। গন্ধের চোটে নন্দর প্রায় পাগল হবার জোগাড়।

রাগে, দুঃখে, লজ্জায় নন্দ প্রায় কেঁদে ফেলল। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলো না সেদিন। অবশেষে ঠিক করলো যে, পরদিন সকালে উঠে সে ট্যাক্সি চাপবে এবং মিটারে ১৷০ ওঠা মাত্রই নেমে প'ড়ে সামনে যে ডাক্তারখানা পাবে, তাতেই ঢুকে পড়বে।

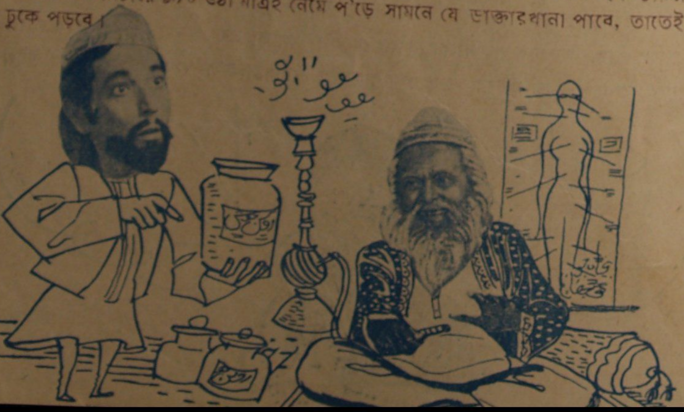

যেকথা সেই কাজ! পরদিন ট্যাক্সির মিটারে যেই ১৷০ উঠ্‌লো সঙ্গে সঙ্গে নন্দ নেমে সামনের এক ডাক্তারখানায় সোজা ঢুকে পড়লো।

লেডী ডাক্তার! নাম, মিস বিপুলা মল্লিক। শরীরের আয়তন নামের সার্থকতা ঘোষণা করছে। নন্দর রোগের সমস্ত বিবরণ, তার আর্থিক সম্বল ও পারিবারিক অবস্থা আদ্যোপান্ত জেনে, তিনি শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তার পর, তাঁর পরামর্শ মতো নন্দ প্রতিদিন মিস বিপুলার বাড়ীতে ··· ··· ···

সে যাক্‌। এদিকে পিসিমা তো চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। আরতির সঙ্গে নন্দর বিয়ের মতলব ফেঁসে গেছে। নন্দ আরতির দিকে চোখ তুলেও চায় না। আর আরতিও মনে মনে নিধুকে ভালোবাসে,—নন্দকে নয়।

অবশেষে সমস্ত ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে এগিয়ে এল নিধু। একদিন মিস বিপুলার বাড়ীতে হানা দিয়ে সে যা দেখলো, তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! তক্ষুনি ছুটে গিয়ে গুপী, বঙ্কু, ষষ্ঠীখুড়ো আর পিসিমাকে নিয়ে আবার সে হাজির হ'ল বিপুলার বাড়ীতে।

নিধু এগিয়ে গিয়ে বিপুলাকে 'বৌদি' ডেকে বসলো। নন্দ হতবাক্‌। সবাই ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারলো। মনের আনন্দে পিসিমা এগিয়ে এলেন বৌমাকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু বৌকে দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির! এবং সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্চ্ছা! তারপর...

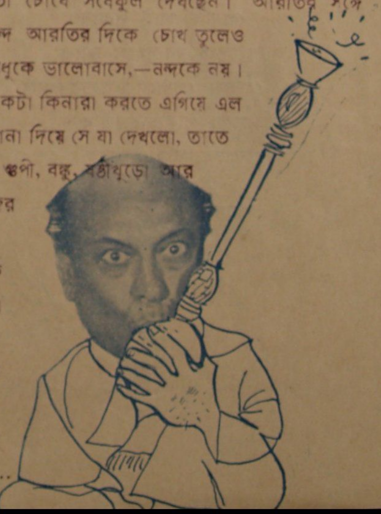

ওস্তাদের গান—

হাসী খুসীকি বানী জিন্দেগী
সপ্‌নোকা সনসার,
কর্‌লে জগকো প্যার, মুসাফীর,
কর্‌লে জগকো প্যার।
ধুপ ছাঁও কা বনা হ্যায় ডেরা
কভী শ্যাম হ্যায়, কভী সবেরা
আশা কি হ্যায় খিলি চাঁদিনী
প্রেমকি আই পুকার।
জীনা হ্যায় যব সুখসে জীলে
প্রেমকা পেয়ালা ভর ভর পিলে
মালিককো পহেচান লে বন্দে
খোল্‌দে মনকা দোয়ার।

রচনা :—সুরেশ চৌধুরী

বিপুলার গান—

কোন সে রাজার কুমার
এলো আজি গান শোনাতে।
মন নিয়ে মন দিতে চায়
নীরব ভাষাতে॥
মনের আমার আধো ফোটা
সলাজ কুঁড়িতে
গুনগুনিয়ে মধুপ এলো
ঘোমটা খুলিতে,
হৃদয় আমার দুলে ওঠে
কোন সে হাওয়াতে।
মনে আমার আশা জাগে
ভীরু অনুরাগে,
তাই মনে হয় কেন তোমায়
এত ভালো লাগে,
আশা আমার রাঙিল হায়
রামধনুতে॥

রচনা :—পরিমল ভট্টাচার্য্য

কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিঃ

পরিবেশিত

আগামী চিত্র

ক্যালকাটা সিনে কর্পোরেশন

নিবেদিত

মদন-মোহন

অগণিত ধর্মপ্রাণ বাঙালীর
হৃদয়ের অধীশ্বর মদনমোহনের
অলৌকিক মহিমা অবলম্বনে
যুগান্তকারী ভক্তিমূলক বাণীচিত্র

কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।